তারিখ 21 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

অনলাইন জার্নাল শনাক্তকরণের বিভ্রান্তি দূর হোক

ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ

বাংলাদেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি নীতিমালায় প্রকাশনার শর্তে প্রিন্টেড জার্নালের কথা বলা আছে। এটি বলতে সাধারণত জার্নালের একটি সংখ্যায় সংকলিত গবেষণা প্রবন্ধগুলো মুদ্রিত থাকাকে বোঝায়। দেশে-বিদেশে একাডেমিক সোসাইটি ও প্রতিষ্ঠানগুলো সনাতন এই নিয়মেই জার্নাল প্রকাশ করত। ডিজিটাল যুগে এসে প্রিন্ট জার্নালগুলোর অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ হতে থাকায় মুদ্রিত কপির সংখ্যা কমে গেছে। কারণ যে কোনো জায়গা থেকে ইলেকট্রনিক কপির প্রাপ্যতা থাকছে। গবেষকরা অনলাইনে থাকা নামি জার্নালের প্রবন্ধগুলো কিনে কিনে পড়ছে। এখন ব্র্যান্ডধারী প্রকাশকরা লেখককে পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রিন্ট আকারে পূর্ণ জার্নালের কপি দেয় না। তাই এগুলোকে কেউ অনলাইন বলে মন্তব্য করলে লেখক তাকে সহজে বোঝাতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, বাজারে কিছু শুধু 'অনলাইন জার্নাল' আছে, যাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা। তবে ব্র্যান্ডেড জার্নালের কোনো প্রবন্ধ অনলাইনে অবমুক্ত করার তারিখ দেখে অনেকে অনলাইন বলে মন্তব্য করে থাকেন। আবার কেউ প্রিন্ট কপিতে ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেখেও এরকম মন্তব্য করে থাকেন। বিশ্বখ্যাত জার্নালগুলোর প্রকাশনা পদ্ধতি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল এ বিভ্রান্তি দূর করা যেতে পারে।

সাধারণ নিয়মে একাডেমিক জার্নালগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। যে প্রবন্ধ বেশি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ফলাফল ধারণ করে, জ্ঞানবাজারে সেটি বেশি দামি। তবে প্রতিটি জার্নালকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে আট ডিজিটের International Standard Serial Number (ISSN) নিতে হয়। সেকেলে এই নম্বরটি প্রিন্ট জার্নালের জন্য দেয়ার রীতি থাকলেও সময়ের আবর্তে অনলাইন প্রকাশনার জন্য e-ISSN দেয়া হচ্ছে। তবে দীর্ঘকাল ধরে চলমান প্রিন্টেড জার্নালগুলো আলাদা ইলেকট্রনিক্স নম্বর না নিয়েও প্রবন্ধগুলো অনলাইনে দিচ্ছে। এদিকে নামি জার্নালের ইন্ডেক্স তো প্রায় শতবছর আগে থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে। আর আশির দশকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান CD-Rom-এ করে বাজারে এনেছিল অ্যাবসট্রাক্টিং ইন্ডেক্স। এখনও CABI, Scopus, Proquest-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যাদের ইন্ডেক্সিং করে, তাদের মান এবং প্রিন্ট করা না করা নিয়ে প্রশ্ন আছে কি? অন্যদিকে শুধু e-ISSN নিয়ে শুধুমাত্র অনলাইনে প্রবন্ধ প্রকাশ করছে অনলাইন জার্নালগুলো। বিশ্বখ্যাত প্রায় সব নামি জার্নালগুলোর দু'ধরনের নম্বরই থাকলেও সেগুলোর পূর্ণ প্রিন্ট কপি সহজলভ্য নয়। কারণ গ্রাহকরা প্রিন্টেড কপি কিনছেন না। তারা সমান খরচে অনলাইনে অনেক বেশি জার্নাল দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। লাইব্রেরিগুলোও যেন প্রিন্ট কপি সংগ্রহ থেকে সরে এসেছে!

বিশ্বে ডিজিটাল জার্নাল লাইব্রেরিগুলো যাত্রা শুরু করেছিল নব্বইয়ের দশকে। বিখ্যাত জার্নালগুলোর প্রবন্ধগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে অনলাইনে পরিবেশনই ছিল তাদের লক্ষ্য। তখন থেকেই Jstor ও Ingentaconnect-এর মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে অনেক পুরনো সংস্করণও পাওয়া যেত। তারপর তো অনেক ব্র্যান্ডধারী জার্নাল প্রকাশক বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট চালু করে অনলাইন পরিবেশক হয়ে গেছে। একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পেশাধারী সোসাইটিগুলো মূলত Elsevier, John Wiley, Taylor & Francis, Springer, Oxford, Cambridge, Sage ও World Scientific- এর মতো ব্র্যান্ডধারী প্রকাশকদের সঙ্গে জার্নাল প্রকাশ করছে। সময়ের আবর্তে বিশ্বখ্যাত জার্নালগুলো এসব ব্র্যান্ডধারী প্রকাশকদের আওতায় এসেছে। তবে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা, রয়েল সোসাইটি এবং র‍্যাংকধারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ভাবেও প্রকাশ করছে। এগুলোর অনলাইন প্রাপ্যতাও আছে কোনো না কোনো ডিজিটাল লাইব্রেরিতে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো চাঁদা পরিশোধ করে এসব জার্নালের অনলাইন গ্রাহক হয়েই খুশি

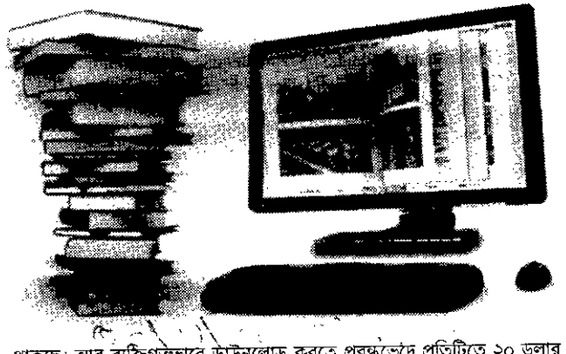

থাকছে। আর ব্যক্তিগতভাবে ডাউনলোড করতে প্রবন্ধভেদে প্রতিটিতে ২০ ডলার থেকে ৪০ ইউরো পর্যন্ত লাগছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, গবেষণা করতে গিয়ে অদ্যাবধি কাজের ব্যাপ্তি ও পদ্ধতি জানতে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ খুবই প্রয়োজন। গগমান বিচারে আমরা যে 'ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরের কথা বলে থাকি, তা সাধারণত এসব জার্নালেই থাকে। অনলাইনের বড় বাজার সৃষ্টি হওয়ায় প্রকাশকরাও তৈরি করেছে প্রিন্ট অন ডিমান্ড বা POD নামে এক নতুন ব্যবস্থা। এখানে প্রবন্ধের লেখক কেউ কপি সংগ্রহ করতে চাইলেও খরচ পড়ে অনেক। উন্নত দেশের লেখকরা প্রিন্ট আর রিপ্রিন্ট নিয়ে ভাবেন না। কিন্তু এ দেশে লেখক না ভাবলেও ভাবানোর লোক আছে। অনেকে বুঝেও কাউকে আটকানোর জন্য ব্র্যান্ডেড জার্নালকে অনলাইন বলেন। শিক্ষকরা আন্তঃ ও আন্তঃ বিভাজিত রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে গ্রুপে গ্রুপে পর্যন্ত যেন দা-কুমড়া সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। উপাচার্য মহোদয়দের কোনো না কোনো গ্রুপকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয় এবং অনেক সময় নিজ পক্ষের কারও কথা তাদের মতো করে বুঝতে হয়। সেজন্য অনুন্নত দেশের একজন লেখকের পক্ষে অর্থ পরিশোধের পদ্ধতিগত ঝামেলা পেরিয়ে এত খরচ করে পূর্ণ প্রিন্ট কপি সংগ্রহ কি কষ্টসাধ্য নয়? তবুও প্রিন্টেড কপির কভার পেজে find this journal online at-এর নিচে ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেখে নির্বাচনী বোর্ডে কেউ অনলাইন বলে মন্তব্য করছে। একটি জার্নালের ISSN ও e-ISSN থাকার পরও এটা কি অতিরিক্ত তথ্য নয়?

বিতর্ক বা বিভ্রাট সৃষ্টির আরেকটি সূত্র হল, ভলিউম ও সংখ্যা নম্বর দেয়া রিপ্রিন্ট কপিতে অনলাইনে প্রকাশের তারিখ থাকা নিয়ে। একরকম বাধ্যবাধকতা থেকেই প্রকাশক সে তারিখ এড়াতে পারেন না। সাধারণত ব্র্যান্ডধারী জার্নাল প্রকাশকদের এডিটোরিয়াল অফিস ও প্রকাশনা অফিস আলাদা থাকে। এডিটোরিয়াল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট জার্নালের প্রবন্ধ গ্রহণ, সফটওয়্যারের সাহায্যে নিজস্বতা যাচাই, লিখন-মান যাচাই, বিষয়বস্তুর প্রাথমিক রিভিউ, বিশেষজ্ঞ রিভিউয়ার নির্ধারণ এবং রিভিউ প্রক্রিয়া শেষে ছাপানোর উপযোগী প্রবন্ধ বাছাই করেন। প্রকাশনা এডিটর পরে জার্নাল ফরমেট অনুসরণসহ অন্য শর্তগুলো নিরীক্ষা করেন। তারপর ভলিউম, ইস্যু সংখ্যা ও সাল নির্ধারণের আগেই ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেনটিফিকেশন (DOI) নম্বর যোগ করে প্রবন্ধগুলো অনলাইনে দেয়া হয়। প্রকাশক ভেদে সেগুলো Online first, On press, Not assigned in any issue ইত্যাদি শিরোনামের অধীনে থাকে। আমার জানামতে, Springer-এর একটি জার্নালে ইস্যুতে না দিতে পারা ১৮৪টি প্রবন্ধ অনলাইনে আছে। আগামী দু'বছরে হয়তো ইস্যুতে সবগুলো যাবে না। কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ ডাউনলোড করে অনেকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে। তারপর প্রিন্টেড রূপে বের হলে অনলাইনে প্রথম প্রকাশের তারিখ বাদ দেয়ার সুযোগ কোথায়?

উঁচুমানের জার্নালে যাদের গবেষণা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, তারাই কেবল পরিশ্রমটা আঁচ করতে পারে। তারা দশের স্কেলে শুধু দশমাংশের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে। আর সে পথে না গিয়ে গল্পের আসরে মশগুল কারও কাছে হয়তো 'এক-দুই' মান কিছুই না। গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত অভিন্ন শিক্ষক পদোন্নতি নীতিমালায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর যুক্ত জার্নালকে অগ্রাধিকারে রেখেছিল। এখানে শুধু Thomson Reuters-এর প্রকাশনা গৃহীত হবে বলে শর্ত দেয়া হয়েছিল। অথচ দুটি শব্দের বানানে ভুলসহ এন্ড (&) যোগ করে নামটি Thompson & Reauter রূপে লিখেছিল। ইউজিসি অবশ্য সে শর্ত থেকে সরে এসেছে। সেই প্রতিষ্ঠানের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরযুক্ত কেন, শুধু ইন্ডেক্সড জার্নালেই যার প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, তার শব্দ দুটির বানানে ভুল হবার নয়। দেশের নাজুক গবেষণা অবকাঠামো ও অপ্রতুল অর্থসংস্থানের মধ্যে যারা মানসম্মত গবেষণা করে থাকেন, তারা প্রশংসার দাবিদার। তাই তো ব্র্যান্ডেড ও উঁচু ইন্ডেক্সের কোনো জার্নালকে নিয়ে নাসূচক মন্তব্য কিংবা অনলাইন বলে মন্তব্য করার আগে দু'বার ভাবা দরকার। ভুল ব্যাখ্যার কারণে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও গুণী কোনো গবেষকের অনুপ্রেরণা হারানো কাম্য নয়।

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
akanda_ai@hotmail.com